

# আল-কায়েদা ভারতীয় উপমহাদেশ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

খোরাসান, শাম ও কাশ্মীরের মুজাহিদিনের জন্য বিশেষ কালেকশন উপলক্ষে বার্তা

ইম্নাল হামদা লিল্লাহ, ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসুলিল্লাহ।

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

“যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করেছে, তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর কাছে আর তারাই সফলকাম”। (সূরা তাওবা, ২০)

১। আলহামদুলিল্লাহ! প্রশংসা সেই দয়াময় আল্লাহর যিনি আমাদেরকে তাওহিদ ও জিহাদের প্রকৃত উপলব্ধি দান করেছেন এবং সে পথ অনুসরণ করার তাওফিক দিয়েছেন। প্রশংসা সেই আল্লাহ তা'আলার যিনি আমাদেরকে একটি হকপন্থী আন্তর্জাতিক জামাতের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার তাওফিক দান করেছেন। সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ!

এই সেই জামাত যে আল্লাহর রহমতে ইমারাতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষায় নিজেদের জান-মাল কুরবানী করছে, যেখানে সম্মিলিত ক্রসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে মুমিনদের এক দীর্ঘস্থায়ী লড়াই চলছে। এই তানজীমের মুজাহিদিন শামে মুসলিমদের জান-মাল রক্ষার জন্য পূর্ব গোতায় এখনো লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। যুগ যুগ থেকে নির্যাতিত কাশ্মীরের মুসলিমদের মুক্তির জন্য পাকিস্তানী গোয়েন্দা নিয়ন্ত্রিত সরকারী জিহাদি দলগুলোর বাইরে এক মুখলিস জিহাদী জামাত দাঁড় করিয়ে সবার মনে আশার সঞ্চার করেছে। ফালিল্লাহিল হামদ। দয়াময় আল্লাহ যেন, বাংলাদেশের মুসলিমদেরকে, বিশেষ করে আমরা যারা আল্লাহর পথে জিহাদের গুরুত্ব ও মর্যাদা উপলব্ধি করেছি - তাদেরকে যথাযথভাবে এ সকল ময়দানের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়ার তৌফিক দান করেন।

২। প্রিয় ভাই, এখন আমাদের দেখা দরকার আমরা, বাংলাদেশের মুজাহিদিন, কিভাবে এই বিশ্বব্যাপী জিহাদে শরীক থাকতে পারি। বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেভাবে জিহাদ চলছে, এতে আমাদের শরীক হবার উপায় কি কি? আপনারা যারা ইতিমধ্যে “ইদারাতুশ তাওয়াহুশ” (ম্যানেজমেন্ট অব সেভেজারী) কিতাবটি ভালভাবে বুঝেছেন, তারা সহজেই বুঝতে পারবেন যে, বাংলাদেশের মতো অন্য সকল দেশ যেখানে সম্মুখ সমরের ময়দান কায়েম হয়নি কিংবা দেশের গঠন-প্রকৃতি, জনগণের বৈশিষ্ট্য, আসলিহাতের সহজলভ্যতা ইত্যাদির অভাবের কারণে সম্মুখ সমরের ময়দান কায়েমের সম্ভাবনা খুবই কম, তাদের উচিত পরিপূর্ণ মনোযোগ দিয়ে নিকটবর্তী সম্মুখ সমরের ময়দানের সাহায্যকারী ভূমি হিসেবে কাজ করতে থাকা। যেমনঃ আমাদের আশে-পাশের সম্মুখ সমরের ময়দান হচ্ছেঃ খোরাসান, বর্তমানে কাশ্মীরেও আল্লাহর ইচ্ছায় ধীরে ধীরে কাজ আগাচ্ছে।

এ সকল ময়দানে বেশী বেশী অর্থ, মুহাজির পাঠিয়ে আমরা একটি আদর্শ সমর্থনকারী ভূমি হিসেবে কাজ জারি রাখা খুবই জরুরী। এভাবে উম্মাহর সকল এলাকার মুসলিমদের সম্মিলিত প্রয়াসে ইনশাআল্লাহ কুফরের জোটকে আমরা পরাজিত করতে সমর্থ হবো। নতুবা প্রত্যেক এলাকার মুসলিমরা আলাদা আলাদা নিজেদের এলাকার কাজে ব্যস্ত থাকলে এটি কখনো সম্ভব না। উপরোক্ত আদর্শ ও মানহাজ আমরা গ্রহণ করেছি বলেই আমরা তানজীম আল-কায়েদার অংশ, আমরা গ্লোবাল জিহাদের অংশ। এই আদর্শ ও মানহাজ পরিত্যাগ করলে, অন্য স্থানীয় তানজীমগুলোর সাথে আমাদের আর কোন পার্থক্য থাকে না।

প্রিয় ভাইরা, আপনারা জানেন, তানজীম আল-কায়েদা সেন্ট্রাল কমান্ড থেকে বারংবার শামে অর্থ ও মুজাহিদ প্রেরণ করে সাহায্যের জন্য আহ্বান করা হয়েছে। খোরাসানে ইসলামী ইমারাতের জন্য জান-মাল খরচ করতে বারংবার আহ্বান জানানো হয়েছে। যে ইমারত আল্লাহর ইচ্ছায় বিশ্ব কুফর আমেরিকাকে যুদ্ধ ব্যয় এর মাধ্যমে ধ্বংসের প্রায় দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। এ ব্যাপারে শায়খ আইমান আল যাওয়াহিরি (হাফিজাহুল্লাহ) বলেছেনঃ

“হে আমার বাংলাদেশের মুসলমান ভাইয়েরা! আল্লাহর সাহায্য ও শক্তির বলে আফগানিস্তানে ইসলামী ইমারতের বিজয় সন্নিহিতে। আল্লাহর অনুমতিতে, এই বিজয় হবে ইসলাম ও ইসলামের সমর্থনকারীদের বিজয়, এবং পরাজয়টি হবে ইসলামের শত্রুদের পরাজয়, যে শত্রুদের মাঝে রয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধীরা, তাদের সমর্থনকারী এবং অপরাধীদের সেই সকল আঞ্চলিক দালালগুলো যারা ইসলামী জমিনের পূর্বাংশে (মূলত ভারতীয় উপমহাদেশ) নিয়োজিত আছে। সুতরাং, এই ইসলামী ইমারতের বিজয়ের জন্য আপনাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থ, জনবল, নসীহাত, চিন্তা-ভাবনা, মানুষদেরকে এর দিকে আহ্বান প্রভৃতি সকল প্রচেষ্টাকে নিবদ্ধ করুন। আপনারা দৃঢ় থাকুন এবং ধৈর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকুন, কারণ আল্লাহ যে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা অতি সন্নিহিতে।” (বাংলাদেশ... নীরবতার প্রাচীরের পিছনে গণহত্যা)

তাই, এখন সময় এসেছে, আমাদের নিজেদেরকে এই মানহাজের পূর্ণ অনুসারী হিসেবে প্রমাণ করার এবং এই উম্মাহর জিহাদী আন্দোলনে যথাযথ অংশগ্রহণের। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন।

মহান আল্লাহর রহমতে, এদেশের মুজাহিদ ভাইরা বিভিন্ন ময়দানে যাচ্ছেন, আল্লাহর রহমতে শাহাদাতের গৌরবময় মর্যাদা লাভ করছেন। আল্লাহ আমাদেরকেও সেই সুযোগ দান করুন। ইতিপূর্বে এ সকল ময়দানের জন্য আপনাদের থেকে সংগৃহীত অর্থ আল্লাহর রহমতে বিভিন্ন ময়দানে পাঠানো সম্ভব হয়েছে। আমরা আশা করি, পূর্বের মতো এবারও আপনারা আরো উত্তমভাবে এই মালের জিহাদে শরীক থাকবেন ইনশাআল্লাহ।

৩। বর্তমানে আমরা ইতিহাসের শেষ অংশে আছি। আল-মালহামা নিকটবর্তী প্রায়। কিয়ামতের ছোট্ট আলামতগুলো প্রায় সবই প্রকাশিত হয়ে গেছে। অনেক আলেম এখন ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমনের ব্যাপারে আলোচনা করছেন। বাস্তবে শামের মুজাহিদ ভাইরা বারংবার ঈসা (আঃ), ইমাম মাহদী (আঃ) এর সাথে যুদ্ধ করছেন - এমন স্বপ্ন দেখছেন। দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন - এমন স্বপ্ন অনেক অনেক বার আল্লাহ দেখাচ্ছেন।

এদেশের কিছু মুজাহিদ ভাই, মুজাহিদা বোনও এমন স্বপ্ন দেখেছেন। আর শেষ সময়ে মুমিনদের স্বপ্নের ব্যাপারে আলাদাভাবে হাদিসে এসেছে - যা আপনারা জানেন।

অর্থাৎ, আমরা প্রায় শেষ সময়ে উপনীত, আমাদের হাতে সময় বেশী নেই। অচিরেই এই দুনিয়ার প্রতিটি ঘরে ইনশাআল্লাহ ইসলাম প্রবেশ করবে, হিন্দও বিজয় হবে ইনশাআল্লাহ। সেই হিসেবে বর্তমানে কাশ্মীরে হক্কপন্থী মুজাহিদিন এর উত্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এখন আর অর্থ জমা করে রাখার সময় নয়। এখন আমাদের ধন-সম্পদ বরকতময় গায়ওয়া হিন্দের প্রস্তুতির জন্য খরচের সময়। আর আমাদের জন্য রয়েছে আমাদের রবের ওয়াদাঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰٓئِزُوْنَ

“যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করেছে, তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর কাছে আর তারাই সফলকাম”। (সূরা তাওবা, ২০)

৪। সম্মানিত ভাই, খোরাসানে, শামে, কাশ্মীরে জিহাদের জন্য অনেক অনেক মালের প্রয়োজন। এমন কি শামের মুজাহিদ ভাইরা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, সেখানে এখন মুহাজিরের চেয়ে অর্থের প্রয়োজন বেশী। শামে এমনও হয়েছে কোন কোন মুজাহিদ ভাই তাদের পরিবারের খাবার কেনার জন্য নিজের আসলিহাত বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছেন। আল্লাহ আমাদের জন্য সহজ করুন। কাশ্মীরে মুজাহিদ ভাইরা মাত্র সম্মুখ সমরে ভারতীয় মালউন বাহিনীকে মোকাবেলা শুরু করেছেন। সেখানে প্রতিটি পদে পদে অর্থের প্রয়োজন।

আমার ভাই, এটি কি গ্রহণযোগ্য যে আমরা আরামে-বিলাসিতায় দিন কাটাবো, আর কাশ্মীরে আমাদের মুজাহিদিন ভাইরা অর্থের অভাবে অপারেশন করতে পারবেন না?

আমার ভাই, এটি কি সম্ভব যে, আমরা এখানে আরাম-আয়েশে দিন কাটাবো, আর শামের মুজাহিদ ভাইরা নিজের আসলিহাত বিক্রি করে নিজের স্ত্রী-সন্তানকে খাওয়াতে হবে?

আমরা আল্লাহর দরবারে কি জবাব দিব যদি আমরা আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বেশী বেশী বিনিয়োগ করি আর ঐদিকে খোরাসানের মুজাহিদ ভাইরা অর্থ কষ্টে থাকেন?

আমরা আল্লাহর কাছে কি জবাব দিবো, যদি আমরা ব্যস্ত থাকি আরো দামী ফার্নিচার কিংবা নিত্য-নতুন ইলেকট্রনিক্স গেজেটে, আর শামে অর্থের অভাবে অপারেশন পরিচালনা করা না যায়?

এটি কি আমাদের উপর এই উম্মাহর হক নয় যে, আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাব - এ সকল ময়দানে আর্থিক সাহায্য পৌঁছাতে? নিজেদের আরাম-আয়েশ, দামী সোফা, দামী পর্দা-কার্পেট, নতুন মোটরসাইকেল এগুলোর পিছনে ব্যস্ত না থেকে বিভিন্ন ময়দানে আমাদের মুজাহিদ ভাইদের কাছে আমাদের আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিতে?

আল্লাহ আমাদের জন্য সহজ করুন। আমার ভাই, মুমিনদের প্রতি আল্লাহ তা'লার হুশিয়ারি খেয়াল করুনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا

مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে রুযী দিয়েছি, সেদিন আসার পূর্বেই তোমরা তা থেকে ব্যয় কর, যেদিন না আছে বেচা-কেনা, না আছে সুপারিশ কিংবা বন্ধুত্ব। আর কাফেররাই হলো প্রকৃত যালেম”।

(সূরা বাকারা ২:২৫৪)

৫। প্রিয় ভাই, আমরা কি উম্মাহর এই হালতে আল্লাহর পথে জান-মাল দিয়ে লড়াই থেকে অব্যাহতি চাইবো? আজ আপনার কাছে উম্মাহ চাইছে মাল, ময়দানগুলোতে অনেক অনেক অর্থের প্রয়োজন। আর আমরা কি অর্থের মাধ্যমে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ থেকে অব্যাহতি চাইবো - যখন আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেনঃ

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ

“আল্লাহ ও রোজ কেয়ামতের প্রতি যাদের ঈমান রয়েছে তারা মাল ও জান দ্বারা জিহাদ করা থেকে আপনার কাছে অব্যাহতি কামনা করবে না, আর আল্লাহ মুতাকীদের ভাল জানেন”। (সূরা তাওবা, ৪৪)

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ

“নিঃসন্দেহে তারাই আপনার কাছে অব্যাহতি চায়, যারা আল্লাহ ও রোজ কেয়ামতে ঈমান রাখে না এবং তাদের অন্তর সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, সুতরাং সন্দেহের আবর্তে তারা ঘুরপাক খেয়ে চলেছে”। (সূরা তাওবা, ৪৫)

৬। আমাদের আদর্শ সাহাবায়ে কেরামগণ (রাঃ)-কে যখন আল্লাহর পথে মাল খরচের আহবান করা হতো তারা নিজেদের জমি সাদাকা করে দিয়েছেন, বাগান দিয়ে দিয়েছেন, কেউ ঘর থেকে অর্ধেক নিয়ে এসেছেন, কেউবা ঘরের মানুষের জন্য শুধু আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে রেখে এসেছেন। সাহাবিয়াতে কিরাম (রাঃ) নিজেদের হাতের বালা, গলার হার খুলে দিয়েছেন। আজ আমাদের সময় এসেছে আমাদের সেই আদর্শদের অনুসরণ এর। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে তৌফিক দান করুন।

এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

وعن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ .... ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَّظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ فَقَالَ : ( تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ حَطْبُ جَهَنَّمَ ) فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ فَقَالَتْ : لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : ( لَأَنَّكَ تَكْثُرِينَ الشَّكَاةَ وَتَكْفُرِينَ الْعَشِيرَ ) قَالَ : فَجَعَلَنِي يَتَصَدَّقَنِي مِنْ حُلِيِّنَّ يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ مِنْ أَقْرِطَيْنِ وَخَوَاتِمَيْنِ . رواه مسلم - 885 .



জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, “আমি একবার রাসূল (সাঃ) এর সাথে ঈদের নামাজে ছিলাম... এরপর তিনি মহিলাদের দিকে গেলেন। তাদেরকে ওয়াজ করলেন, নসীহাত করলেন। এরপর বললেন, ‘তোমরা সাদাকা করো, কেননা তোমাদের বেশিরভাগ জাহান্নামের জ্বালানী হবে’। (এ কথা শুনে) মহিলাদের মধ্যে থেকে উভয় গালে কালো দাগ বিশিষ্ট একজন মহিলা দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলোঃ ‘কেন হে আল্লাহর রাসূল?’। তিনি বললেন, ‘কারণ তোমরা বেশী অজুহাত ও অভিযোগ পেশ করে থাক এবং স্বামীর অবাধ্যচরণ করে থাক’। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর মহিলাগণ তাদের অলঙ্কারাদি দান করতে শুরু করল। তারা তাদের কানের ঝুমকা, রিং এবং আংটিসমূহ বিলালের কাপড়ে ফেলতে লাগল। (সহীহ মুসলিম, ৮৮৫)

৭। প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আপনাদের এই সাদাকার কোন প্রতিদান আমরা দুনিয়াতে আপনাদের দেয়ার ওয়াদা করছি না। আপনাদের প্রতিদান শুধু আপনাদের রবের কাছে, আর কত উত্তম প্রতিদান রয়েছে আমাদের রবের কাছে! আমরা নিজেদের কারো কাছ থেকে কোন প্রকার প্রতিদান নেয়ার চেয়ে অবশ্যই আমাদের রবের কাছে আমাদের দানের, আমাদের কুরবানীর প্রতিদান নেয়াকে অধিক লাভজনক মনে করি। আর আল্লাহর চেয়ে অধিক দানশীল, উত্তম প্রতিদানকারী আর কে আছে!! তিনিই আকাশসমূহ ও জমিনের মালিক, যিনি জান্নাত ও জাহান্নামের মালিক।

৮। সম্মানিত রিবাতের সাথী ভাইয়েরা,

আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য মাল সংগ্রহের এই মহান কাজের ফজিলত আপনারা বিস্তারিত জানেন। এর সবই আজকে পুনরায় মনে করিয়ে দেয়া জরুরী মনে করছি না। শুধু এতটুকু বলবোঃ আপনাদের প্রতিটি ঘামের ফোঁটা, এই কাজের জন্য প্রতিটি চিন্তা-ফিকির আপনার রবের হিসাবে থাকছে, এগুলো আপনার নেকীর পাল্লায় থাকবে ইনশাআল্লাহ। আর আমাদের রব আমাদের কোন কাজ থেকেই গাফেল নন। আপনার সঙ্গী ফেরেস্তাগণ আপনার জন্য দুয়া করছেন ইনশাআল্লাহ।

৯। প্রিয় রিবাতের সাথী ভাই-বোনেরা, আপনারা কি খেয়াল করেছেন, যদি আপনার সাদাকাকৃত অর্থ দিয়ে অথবা আপনার সংগৃহীত অর্থ দিয়ে শামে কিংবা খোরাসানে কিংবা কাশ্মীরে একটি সারিয়া হয়, সেটাতে আপনিও আসলে শরীক থাকা হচ্ছে। রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ

“যে ব্যক্তি আল্লাহর পথের কোন গায়ীকে প্রস্তুত করে দিল, সে নিজেই জিহাদ করেছে”। (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

সুতরাং কে কে আছেন এমন - যারা শামে, খোরাसानে কিংবা কাশ্মীরে কোন সারিয়াতে শরীক থাকতে ইচ্ছুক?  
কে আছে এমন যে এমন সুযোগ হারাতে চায়?

১০। রিবাতের সাথি ভাই ও বোনেরা আমার, খেয়াল রাখবেন, কে, কি পরিমাণ অর্থ প্রদান ও সংগ্রহ করতে পারলেন, তার চেয়েও অধিক জরুরী হলো, কে, কতটুকু ইখলাসের সাথে এই মহান আ’মলটি করতে পেরেছেন। হতে পারে অর্থদাতা ও অর্থসংগ্রহকারী ভাইয়ের অর্থের পরিমাণ ছিল কম, কিন্তু ইখলাসের কারণে এই সম্পদে আল্লাহ তা’আলার এমন বরকত দান করলেন যা উম্মাহর জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কাজকে বহুগুণে ত্বরান্বিত করে দিন।

দয়াময় রব আমাদের সকলকে জান ও মাল দ্বারা জিহাদে আমৃত্যু শরীক থাকার তাওফিক দান করুন। আমাদেরকে শাহাদাতের মৃত্যুর নেয়ামত দান করুন। আমিন।

আপনাদের ভাই,  
আবু আব্দির রহমান,  
নায়েবে-আমীর,  
একিউআইএস (বাংলাদেশ)।

১৩ রজব ১৪৩৯ হিজরী

৩১ মার্চ ২০১৮ ইসায়ী